বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশে আত্মসমর্পন করেছে কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনও পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পতন হয়েছে এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছে জুলফিকার আলী ভুট্টো। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছেন যেন বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া হয়। কুচক্রি জুলফিকার আলী ভুট্টো তখন চেষ্টা করছে যেন পাকিস্তানের ৯৬ হাজার সেনাবাহিনী সদস্য যারা ভারতে বন্দি আছে তাদেরকে পাকিস্তান ফেরত আনা হয় এবং এর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির শর্ত যোগ করা হয়। ৮ই জানুয়ারি ১৯৭২ সনে বিবিসি'র সকালের সংবাদে প্রথম প্রচারিত হয় যে, পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে ৭ই জানুয়ারি রাতে একটি চার্টার্ড বিমানে করে লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেইদিন অপরাহ্ন ২টায় আকাশ বাণীর খবরের মাধমেও বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ তাদের প্রিয় নেতার মুক্তির বার্তা শুনলেন। এই খবর প্রচারিত হবার সাথে সাথে বাংলাদেশে সব এলাকায় আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে গুলির আওয়াজ দিয়ে এই সংবাদকে স্বাগত জানায়। বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চে'র ঐতিহাসিক ভাষণ বাজানো শুরু করা হয়। বহু মানুষ ঢাকার ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রাস্তার সেই বাড়ির দিকে ছুটে যান যেই বাড়িতে তখনো অবস্থান করছিলেন বঙ্গবন্ধুর পরিবার।

৯ জানুয়ারি ১৯৭২ সনে লন্ডনে পৌঁছলেন বঙ্গবন্ধু। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এ্যাডওয়ার্ড হীথ বঙ্গবন্ধুকে আন্তরিক সংবর্ধনা জানালেন। সেখানে বঙ্গবন্ধুর জন্য একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিবিসির ঘোষক সংবাদ সম্মেলনের পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে, বিশ্বের সকল বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সান্ত্বনার জন্য শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর প্রচার করা হবে। সেই রাতেই বঙ্গবন্ধু প্রথম বারের মতো তার পরিবারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন এবং তাঁর প্রিয় সন্তানদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন " তোরা বেঁচে আছিস?"

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ দুপুরের পূর্বেই ব্রিটিশ রয়েল এয়ার ফোর্স বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ কমেট বিমানযোগে বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে দিল্লীর দিকে রওয়ানা হন। ৬০ (ষাট) কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে দিল্লীর লাখ জনতা, ভারতের রাষ্টপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্ররা গান্ধী, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধান, শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ, বৈদেশিক কুটনিতীবিদগণ বঙ্গবন্ধুকে আন্তরিক স্বাগত জানান। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারকে

BANGABANDHU'S RETURN TO HOMELAND

Pakistan Army surrendered to the joint command of Indian Armed Forces and Muktibahini on the 16th of December, 1971. But the Father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was still imprisoned in Pakistan jail. The President of Pakistan, General Yahya Khan, was removed from power and Zulfikar Ali Bhutto had taken over. Leaders around the world exerted pressure on Pakistani leadership to release Bangabandhu from prison. Plotter Zulfikar Ali Bhutto was still conspired to tie up the release of Bangabandhu with the repatriation of 96 thousand members of Pakistan Army imprisoned in India as prisoners of war. However, the conspiracy failed due to international pressure. In the morning of 8 January 1972, BBC broadcasted that the Government of Pakistan had sent Bangabandhu to London by a chartered aircraft on 7 January, 1972. On the same day at 2-00 p.m. Akash Bani announced that the Father of the Nation of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman had been released from Pakistan jail. Crores of people of Bangladesh heard that broadcast, and were overjoyed at the news of release of their beloved leader. The members of the Mukti Bahini welcomed it by firing volleys of gun-fire. The historic speech delivered on 7 March by Bangabandhu was heard being played in the street corners of cities and towns of Bangladesh. Hundreds of people rushed to the house of Dhanmondi, Road no. 18 where Bangabandhu's family-members were residing, to express solidarity.

On 9 January 1972, Bangabandhu arrived in London. Edward Heath, the Prime Minister of United Kingdom, received Bangabandhu cordially. A press-conference was arranged for Bangabandhu which was largely attended. Before the conference started, BBC presenter in an emotionally charged voice announced that the voice of Bangabandhu would soon be broadcast for all Bengali speaking people around the world. On that night, Bangabandhu spoke to his family members over telephone for the first time since the Liberation War was waged.

On 10 January 1972, before noon, Bangabandhu was flown from London to Delhi by a special Comet aircraft of British Royal Air Force. On behalf of 60 crores of people of India, millions of people of Delhi, the

সহযোগিতা প্রদানকারী ভারতীয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ন অসুস্থতার জন্য দিল্লীর বিমান বন্দরে আসতে পারেন নি কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে এযুগের সবচেয়ে বড় অহিংস নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করে বিমান বন্দরে তাঁর শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান। বিমান বন্দর থেকে দিল্লীর রাম লীলা ময়দানে সংবর্ধনার জবাবে প্রথমে ইংরেজিতে কিছু বলার পর জনতার আকুল আবেদনে বঙ্গবন্ধু সহজ বাংলায় একটি ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করন। সেই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, " Prime Minister Mrs Indira Gandhi is not only a leader of men, but also of man kind"। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্য কজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দিল্লী থেকে বিমানটি ঢাকায় রওয়ানা হয়। কলকাতার মানুষ বাংলাদেশে ফেরার পথে স্বাধীন বাংলাদেশের স্রষ্ঠা বঙ্গবন্ধুকে কিছুক্ষণের জন্য পেতে চেয়েছিলেন। কলকাতার ব্রিগেড ময়দানের তাঁরা একটি সংবর্ধনার আয়োজনও শুরু করেছিলেন। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার জন্য বঙ্গবন্ধু সেদিন কলকাতায় যেতে পারেন নি। কিন্তু কলকাতাবাসীর অনুরোধ বঙ্গবন্ধু ২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সনে তাঁর স্মৃতিবিজরিত কলকাতায় গমন করেন এবং ব্রিগেড প্যারেড গ্রাইন্ডে স্মরণাতীকালের সর্ব বৃহৎ জনসমাবেশে ভাষণ দেন।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সনে ঢাকা শহরের মানুষ বিমান বন্দরের দিকে ছুটতে থাকেন। ২৯২ দিন পাকিস্তান কারাগারে বন্দীদশা থেকে মুক্তিপেয়ে বিকাল ৩টায় তিনি তেজগাঁও বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। বিমান বন্দর তখন বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। সেখানে ঘোষণা দেয়া হয় যে, বিমান বন্দর থেকে বঙ্গবন্ধু সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে এসে ভাষণ প্রদান করবেন। বহু মানুষ তখন রেসকোর্সের দিকেও ছুটতে থাকেন। দুপুর ২টার মধ্যে রেসকোর্স ময়দান পূর্ণ হয়ে যায়। তেজগাঁও বিমান বন্দরে সেদিনের লাখ মানুষের সমাবেশ অতীতের সকল সমাবেশকে ম্লান করে দেয়। বিমান থেকে অবতরণের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা মন্ত্রীপরিষদের সদস্য ও নেতৃবৃন্দকে উপেক্ষা করে জনতা বঙ্গবন্ধুর দিকে ছুটি যায়। বঙ্গবন্ধুকে বিমান থেকে নামিয়ে নিয়ে অভিবাদন মঞ্চে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পরল। কেউ ফুল দিচ্ছেন, কেউ ফুলের মালা, কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে চাচ্ছেন এবং কেউবা তাঁকে শুধু একনজর দেখার চেষ্টা করছেন। ভিড় ঠেলে কোনমতে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হলো কিন্তু সেখানেও উপচে পড়া ভিড়। সেখানে জাতির জনক'কে অভিবাদন জানাতে ছিলেন মিত্রবাহিনী, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, মুক্তিযোদ্ধা। সবাই অনেক কষ্টে ভিড়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। গার্ড অব অনার পরিদর্শন করার পর বঙ্গবন্ধুকে একটি খোলা ট্রাকে করে রেসকোর্স ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সামান্য রাস্তা

President of India Sree V.V. Giri, Prime Minister of India, Sreemati Indira Ghandhi, Members of Cabinet, Chiefs of three Forces, senior political leaders, foreign diplomats warmly welcomed Bangabandhu at Delhi airport. The leader of the opposition of India, Mr. Joy Prakash Narayan who made great contribution to Bangladesh Liberation War, could not come to the airport as he was indisposed, but sent his message of respect addressing Bangabandhu as the greatest non-violent leader of the decade. From the Delhi airport, Bangabandhu was taken in a ceremonial motorcade to the Ram Lila Maydan of Delhi for a public meeting. Bangabandhu started his speech in English and at the repeated appeal of the large crowd, he delivered a historic speech. In the speech Bangabandhu mentioned, "Prime Minister Mrs. Indira Gandhi is not only a leader of men, but also of mankind". During his speech Bangabandhu expressed deep gratitude to the people, leadership and defense forces of India for their great contribution in liberating Bangladesh.

From Delhi the aircraft took off for Dhaka. The people of Calcutta wanted to have a glimpse of Bangabandhu, the architect of independent Bangladesh and listen to him. Arrangement already was made to receive Bangabandhu in Calcutta. But, due to shortage of time Bangabandhu could not visit Calcutta on that day. But at the request of the people of Calcutta, later, on 2 February 1972, Bangabandhu visited Calcutta. During this visit, he addressed a mammoth public meeting in the Brigade Parade Ground which was the largest ever gathering of people in a public meeting in Calcutta.

On 10 January, 1972 people from all walks of life from Dhaka and surrounding areas rushed to Tejgaon Airport to receive Bangabandhu, freed from Pakistan prison after 292 days of captivity. The aircraft landed in Dhaka airport at 3:00 p.m. Before the landing of the aircraft,rushing towards the Race Course Maidan. The entire Race Course Maidan was filled by people by 2:00 p.m. After the assembly of millions of people at Tejgaon Airport on that day defeated in size all the previous gatherings there. At the airport, there was an astonishing scene. People had started moving towards the aircraft to greet the great leader. The lines of dignitaries were crossed by the common people. the airport area had turned into a human sea. It was already announced that Bangabandhu would go to Race Course Maidan and address a public

অতিক্রম করতে প্রায় ২ ঘন্টার বেশি সময় অতিবাহিত হয়। পাঁচ টা'র সময় বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সে পৌছেন এবং সেখানে তিনি তাঁর প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণকালে বঙ্গবন্ধু স্বাভাবিকভাবে বক্তৃতা করতে পারছিলেন না। তিনি বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন এই ভাষণে তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন প্রদান করেন। বাংলাদেশের মুক্তিকামী সমস্ত মানুষের প্রতি সালাম জানান যারা মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছেন এবং অমুল্য অবদান রেখেছেন।

পরদিন ১১ই জানুয়ারি দৈনিক বাংলা লিখেছিল ' রূপালী ডানার মুক্ত বাংলাদেশের রোদ্দুর। জনসমুদ্রে উল্লাসের গর্জন, বিরামহীন করতালি, শ্লোগান আর শ্লোগান, আকাশে আলোকিত হচ্ছে যেন এক ঝাঁক াখি, উন্মুক্ত আগ্রহের মুহূর্তগুলো দুরন্ত আবেগে ছুটে চলেছে, আর তর সইছে না, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসেছেন, রক্তস্নান বাংলার রাজধানী ঢাকা নগরীতে, দখলদার শক্তির কারাপ্রাচীর পেরিয়ে... আমার সোনার বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নমণি, হৃদয়ের রক্তগোলাপ শেখ মুজিব এসে দাঁড়ালেন। আমাদের প্রত্যয়, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের শৌর্য-বীর্য, বিজয় আর শপথের প্রতীক বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন তাঁর স্বজনের মাঝে, চারধারে উল্লাস করতালি, আকাশে নিক্ষিপ্ত বদ্ধমুষ্টি, আনন্দে পাগল হয়ে যাওয়া পরিবেশ- যা অভূতপূর্ব, শুধু অভূতপূর্ব, এই প্রাণাবেগ অবর্ণনীয়'। এই লেখার মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর ১০ই জানুয়ারির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন চিত্রটি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়।

meeting there. Large number of people from different areas also started It was difficult to bring Bangabandhu from the aircraft to the ceremonial dais prepared in his honor. People were pelting flowers at him, people wanted to get close to him, to have a glimpse of him, some wanted to touch him. With great difficulty, Bangabandhu was taken to the dais. In front of the dais, a contingent of Mitra Bahini, members of the Bangladesh Armed Forces, members of the Muktibahini were lined up to honor the great leader. With great difficulty, the 'guard of honor' was performed. After the 'guard of honor', Bangabandhu was guided to an open truck along with national leaders that moved slowly towards the Race Course Maidan. There were people everywhere in big numbers, and it took more than two hours for the lorry to cross the short distance. Bangabandhu reached the Race Course Maidan at 5:00 p.m. amidst loud slogans and deafening cheers. He delivered an emotionally charged speech. He was over powered by deep emotion. During the short and memorable speech, Bangabandhu expressed gratitude and appreciation to our heroic freedom fighters, members of the Indian defense forces, to the Indian Prime Minister and the Indian people and the people of Bangladesh for their great contribution leading to the victory in the Liberation War. He particularly expressed his deepest respect to the common people of Bangladesh who had sacrificed greatly for the cause of Liberation.

On 11 January, 1972, the widely circulated Dainik Bangla wrote," The silver feather of freedom is reflected in the bright sunlight of Bangladesh. The crowd roaring with deafening slogan, with non-stop clapping, was running to receive Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at the airport. They could not wait any longer. Bangabandhu has defied death, and come out of the walls of enemy prison to return to the capital of Independent Bangladesh which was soaked with blood and tears for long nine months. The beloved leader of 7 corer of people, the leader of their heart has come, and people are there to receive him with red roses. The symbol of our struggle, victory, sacrifice, emotion has returned, and our people are overjoyed at his return home." This description correctly presents the scene of Bangabandhu's home-coming on 10th January.

সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা

(বাংলাদেশের স্বাধীনতার সচিত্র ইতিহাস ১২০৪-১৯৭১)

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ হতে সংগৃহীত

দেশে ফেরার পর দলীয় নেতাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১০ জানুয়ারী ১৯৭২, ৩০ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা, লক্ষ মা-বোনদের ইজ্জতের মূল্যে কেনা স্বাধীনতা-- সোনার বাংলার কথা বলতে গিয়ে আবেগে ভারাক্রান্ত হয়ে যান বঙ্গবন্ধু

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন